

Mahajeebaner Mahapathik Vidyasagar

A Collection of Essays

Edited by Sebak Jana

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২০

© সায়ন্তনী জানা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : সেবক জানা ও সুপ্রীতি মুখোপাধ্যায়

ISBN 978-93-89209-87-7

অঙ্কর বিন্যাস : অমিত কুমার মাইতি
'কবিতিকা'র পক্ষে কমলেশ নন্দ কর্তৃক রাঙামাটি, মেদিনীপুর,
পশ্চিম মেদিনীপুর ৭২১১০২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক
শান্তি মুদ্রণ, কোলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত
ই-মেল kabitika10@gmail.com মোবাইল 98321 30048

মূল্য : ৪০০ টাকা মাত্র



A. Madhavan
Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

বিজ্ঞান চর্চায় বিদ্যাসাগর সুদীপ চক্রবর্তী	২৬৪
রোগ রোগী ও চিকিৎসা : বিদ্যাসাগরের ভাবনায় সুজয়া সরকার	২৭৪
সাহিত্য	
বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত ব্যাকরণ চর্চা : বিহঙ্গ দৃষ্টি তারকনাথ অধিকারী	২৮৭
বাংলা গদ্য চর্চায় বিদ্যাসাগর লায়েক আলি খান	২৯৭
বিদ্যাসাগরীয় ভাষা-বিভাবনা : ঔটিকয় অনুযঙ্গ শ্যামলচন্দ্র দাস	৩০৬
বর্ণপরিচয় : সমকাল ও আগামী সুস্মাত জানা	৩১৬
ছদ্মনামে বিদ্যাসাগরের রচনা : অন্তলোকের অনন্য উন্মোচন সুজয়কুমার মাইতি	৩২৩
ওড়িয়া সাহিত্য, বিধবাবিবাহ ও বিদ্যাসাগর : একটি আলোচনা শোভন মাইতি	৩৪০
পরিশিষ্ট	
বংশলতিকা	৩৪৮
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) : গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কালানুক্রমিক তালিকা	৩৫২
গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বিদ্যাসাগর রচনাবলী (কালানুক্রমে)	৩৬৬
লেখক পরিচিতি	৩৬৯

কবিতিকা ২



Alphadikar
Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

ওড়িয়া সাহিত্য, বিধবাবিবাহ ও বিদ্যাসাগর :

একটি আলোচনা

শোভন মাইতি

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব বাংলার সাহিত্য ও সমাজ জীবনের সর্বত্র পরিলক্ষণীয়। বাঙালিকে বর্ণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, দূরুহ সংস্কৃত ব্যাকরণকে সাবলীল করে তোলা, বিধবাবিবাহ নামক অতিপ্রাচীন সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণ, দেশীয় ভাষায় শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা প্রভৃতির সঙ্গে বিদ্যাসাগর মশাই এর নাম ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলার প্রতিবেশি রাজ্য ওড়িশার উত্তর উপকূলীয় জেলাগুলি প্রশাসনিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তৎকালীন বাংলা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তারাও বাংলা নবজাগরণের ছোঁয়া থেকে গা বাঁচাতে পারেনি। যার অন্যতম ফলশ্রুতি হল ওড়িয়া সমাজ ও সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের গভীর প্রভাব।

আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের তিন স্থপতি ফকিরমোহন সেনাপতি (১৮৪৩-১৯১৮), রাধানাথ রায় (১৮৪৮-১৯০৮), ও মধুসূদন রাও (১৮৫৩-১৯১২) পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এবং সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য ও সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওড়িয়া সাহিত্য ধারায় আমূল পরিবর্তন আনেন। নবপ্রজন্মের এই তিন সৃষ্টিশীল সত্তা বিদগ্ধ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেই তাঁদের রোলমডেল করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে মধুসূদন রাও সম্মান জানিয়ে লিখেছেন—

লোকজন মনে করে যাদের কাছে প্রচুর সম্পদ, বাড়ি, গাড়ি, চাকর বাকর প্রভৃতি আছে তারা ধনী। কিন্তু প্রকৃত ধনী হন সেই যিনি তাঁর জ্ঞান, চরিত্র ও গুণাবলীর দ্বারা পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করেন। যদিও তাঁর (বিদ্যাসাগরের) কাছে অর্থ, গাড়ি, বাড়ি কিছুই ছিলনা তবুও তিনি প্রকৃত অর্থে ধনী ছিলেন। মানুষ হয়েও তিনি বসুমাতার আভরণ সরূপ ছিলেন। আমরা ভগবানকে যেমন সম্মান জানাই তেমনি তাঁকেও। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এমনই ধনী ছিলেন।



মহাজীবনের মহাপথিক বিদ্যাসাগর । ৩৪০

Arunadikar
Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

এত বিতর্ক ও সপক্ষ জনমত সত্ত্বেও উনিশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত বিধবাবিবাহ আন্দোলনের রূপ নিতে পারেনি। বিধবাবিবাহের মতো বিষয় শুধু পত্র পত্রিকায় সীমাবদ্ধ না থেকে তা সাহিত্যের আঙ্গিনায় ও উপস্থিত। ১৮৯১ সালে প্রকাশিত রামশংকর রায়ের 'বিবসিনি' নামক ওড়িয়া উপন্যাসের রঘুনাথ কলাবতী নামক বিধবাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। এটিই ওড়িয়া সাহিত্যে প্রথম বিধবাবিবাহ প্রস্তাব। যদিও রক্ষণশীল সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে কলাবতী তার ভালোবাসার মানুষটির প্রস্তাবে সম্মতি দেয়নি।

'বিবসিনি' প্রকাশের প্রায় দুদশক পরে নন্দকিশোর-এর 'কনকলতা' উপন্যাসের ও মূল বিষয় ছিল বিধবাবিবাহ। এই উপন্যাসের নায়ক রাজেন্দ্র বালবিধবা উমার প্রেমে পড়ে তার ভাই ধনঞ্জয়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখলেন। ধনঞ্জয় সামাজিক প্রতিবন্ধকতার দোহাই দিলেও রাজেন্দ্রের অকাট্য যুক্তির কাছে শেষে হেরে গেলেন এবং বিবাহের সম্মতি দিলেন। যদিও কলেরায় উমার অকালমৃত্যুতে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়নি।

এইভাবে রামশংকর, নন্দকিশোরের হাত ধরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিধবাবিবাহ নিয়ে এক বড় ঝড় উঠল ওড়িয়া সমাজে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে শ্রীবৎস পন্ডার হাত ধরে সে ঝড় আন্দোলনের রূপ নেয়। বাল্য বিধবাদের বিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিপক্ষে তাঁর ঝজুতা সমকালীন ওড়িয়া বুদ্ধিজীবী মহলে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। শ্রীবৎস পন্ডা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যাসাগরের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন।

পরবর্তীকালে ১৯৩০ সালে কটক শহরে বৈরাগী মিশ্রের নেতৃত্বে 'নারী মঙ্গল সমিতি' নামে একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। সংগঠনটির প্রধান কাজ ছিল বিধবাবিবাহ করানো। এই সংগঠনের তত্ত্বাবধানে ১৯৩৩ সালের ২৩শে নভেম্বরে প্রথম বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। ওই একই দিনে জানকীনাথ বসু, বালকৃষ্ণ কর প্রমুখ প্রভাবশালী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে আরো তিনটি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এইভাবে বৈরাগী মিশ্রের নেতৃত্বে চলা বিধবাবিবাহ আন্দোলন দারুন সাফল্য অর্জন করে। ১৯৪৬ সালে তার লেখা 'অন্যায় বেধ্যবা ও বিধবা বিবাহ' পুস্তিকাতে তিনি লিখলেন— “গত দশ বারো বছরে ওড়িশার বিভিন্ন প্রান্তে হাজারের ও বেশী বাল্য বিধবাদের বিয়ের পিঁড়িতে বসানো হয়েছে এবং কিছু বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন যা শুরু হল, তা আগামী দিনে ও যে চলবে তা মনে করে উচিত নয়। পরিবর্তে, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে মানুষজনের সচেতন হওয়া উচিত।”

বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে বৈরাগী মিশ্রের কমনিষ্ঠতা, দায়বদ্ধতা জেদী মানসিকতা তাঁকে ওড়িশার বিদ্যাসাগর রূপে পরিচিতি দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে কনকলতা উপন্যাসের নায়ক রাজেন্দ্র তার প্রশ্নের (বিদ্যাসাগর কি ওড়িশায় জন্মাবে না?) সঠিক উত্তর পেয়ে গিয়েছেন।

বিদ্যাসাগর মশাই এইভাবে ওড়িশার সাহিত্য ধারায় ও সমাজ জীবনে এক বড় অংশ

মহাজীবনের মহাপথিক বিদ্যাসাগর।

৩৪৬



Amadikar
Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

জুড়ে বিরাজমান। তাঁর মতো মননশীল, স্বাধীনচেতা, বাস্তবধর্মী, নিবেদিতপ্রাণ ও আদর্শবান
প্রাণপুরুষের সংস্পর্শে এসে শুধু বাংলা বা ওড়িশা নয় সারা ভারতবর্ষ আন্দোলিত, অনুপ্রাণিত
ও সমৃদ্ধ হয়েছিল।

গ্রন্থপঞ্জি

১. উৎকল দীপিকা, ৪ই জানুয়ারী, ১৮৬৮।
২. উৎকল দীপিকা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭০।
৩. উৎকল দীপিকা, ২৮শে অক্টোবর, ১৮৮২।
৪. উৎকল দীপিকা, ৩০শে জুন, ১৮৮৩।
৫. উৎকল দীপিকা, ১৮ই এপ্রিল, ১৮৮৫।
৬. ঘোষ শরৎ চন্দ্র, চরিত পূজা, ১৮২০।
৭. বোস, এস. কে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট।
৮. রথ মৃত্যুঞ্জয়, প্রবন্ধপাঠ, ১৯০৭।
৯. সাহ লক্ষীনারায়ণ, জীবন ও জীবনী, ১৯১৩।



S. B. S. S. Mahavidyalaya
Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক ড. সুজিতকুমার পাল

জন্ম মুর্শিদাবাদ। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি। বর্তমানে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক। প্রকাশিত রচনা— শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ : মূল্যায়নের নিরিখে, বাংলা ভাষাবিজ্ঞান-তত্ত্বকথা, কোচবিহার রাজ আমল : রাজসভার সাহিত্যচর্চা, বিষম প্রহরের ঠাট (কাব্যগ্রন্থ), জঙ্গলমহলের গল্প (গল্প সংকলন)। নেশা - সঙ্গীতচর্চা।

অধ্যাপক ড. বানীরঞ্জন দে

জন্ম অবিভক্ত মেদিনীপুর, ১৯৬৯। প্রফেসর, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়। সাহিত্যতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি। কবি ও ছোটগল্পকার। ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য-সাহিত্যিক বিচারমূলক কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা এবং একাধিক গ্রন্থের সম্পাদক। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ— প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য অনুপ্রাণনায় পাঁচজন আধুনিক কবি, ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষা, কবি ও কবিতার কথা প্রভৃতি।

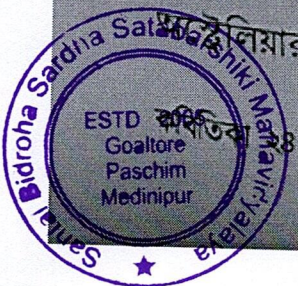
অধ্যাপক ড. সুস্মিতা সোম

মালদহ জেলার গৌড় মহাবিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সঙ্গে দীর্ঘদিন অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকলেও সাহিত্যের পাশাপাশি তাঁর আগ্রহের অভিমুখ দেশ, জাতি, সমাজ ও সময়ের কালে পরিবর্তমান মানুষের ইতিহাসের দিকে। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ — মালদহ জেলার ইতিহাস চর্চা, রবীন্দ্রভুবনে পরম-প্রেম-প্রকৃতি, উৎস মুখে উজান পথে, মালদহ : ধর্মীয় ঐতিহ্য ও লোক উৎসব, বাঙলা ছড়ায় বাঙলাদেশের ইতিহাস প্রভৃতি। সম্প্রতি আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার জন্য অনন্য সম্মান 'বেগম রোকেয়া' সম্মাননা পুরস্কারে পুরস্কৃত।

অধ্যাপক মন্ময় জাকর

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। বাংলাদেশের ঢাকা, কলিকাতা, লুমায়ীপুর কুইন্সল্যান্ড এবং ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন।

Amadi'gu
Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur



মূল্যায়নের উপর গবেষণা করে পি.এইচ.-ডি. উপাধি লাভ। ২০১৫ সালের মে মাসে 'বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধ : সৃষ্টি ও সৃষ্টি' বিষয়ের উপর মৌলিক ও বিরল ব্যতিক্রমী গবেষণা করে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট উপাধি লাভ। ২০০৩ সাল থেকে বাঁকুড়া শালডিহা কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, বর্তমানে তিনি রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। ইতিপূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থ 'নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু', 'নাট্যকার বনফুল', 'অন্নদাশঙ্করের রবীন্দ্র-ভাবনা', 'আধুনিক কবিতা : রাজনৈতিক প্রসঙ্গ', 'প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর', 'নাট্যকার প্রমথনাথ বিশী', 'আত্মজীবনী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' (সম্পাদিত), 'বুদ্ধদেব বসুর তপস্বী ও তরঙ্গিনী নিয়ে' (সম্পাদিত), 'বাংলা প্রবন্ধ : উনিশ-বিশ' (১ম খণ্ড), 'বাংলা প্রবন্ধ : উনিশ-বিশ' (২য় খণ্ড) এবং মননশীল বিশ্লেষণে রচিত সম্ভব অধিক প্রবন্ধ।

অধ্যাপক ড. শোভন মাইতি

২০১১ সালে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ইংরাজি বিভাগ থেকে স্বর্ণপ্রদক প্রাপ্ত। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সাঁওতাল বিদ্রোহ সার্থ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে ইংরাজি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত। তাঁর লেখা বিভিন্ন ন্যাশানাল ও ইউ.জি.সি নথিভুক্ত জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। মহাত্মাগান্ধীর উপর বিভিন্ন অনুবাদের সঙ্গেও তিনি যুক্ত আছেন। গবেষণার বিষয়ে তাঁর পছন্দের ক্ষেত্রগুলি হল— দলিত সাহিত্য, কালচারাল স্টাডিজ, পপুলার সাহিত্য, জেন্ডার স্টাডিজ ও ভারতীয় ইংরেজি সাহিত্য।



A. Mondikar
Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur